গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০২.১৮.৬৫

১৩ চৈত্র, ১৪২৩
তারিখ:----------
২৭ মার্চ, ২০১৮

# পরিপত্র

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০১.১৬.১১৭ ও তারিখ ৯ এপ্রিল ২০১৭ এর মাধ্যমে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭ বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পাইলট কার্যক্রম হিসেবে নির্বাচিত ২টি উপজেলায় (কুড়িগ্রাম সদর ও ফুলবাড়ী) পুষ্টিচাল বিতরণ করা হবে। পরবর্তীতে অন্য জেলা/উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের ক্ষেত্রে এ পরিপত্র প্রযোজ্য হবে।

**১। সরকারি আদেশ জারি:**

১.১ খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির অধীনে বরাদ্দকৃত চাল উত্তোলনকরত পুষ্টিচাল মিশ্রণের জন্য নির্বাচিত মিল মালিক বা ডিলারকে ক্ষমতা অর্পণের নিমিত্ত সরকারি আদেশ জারি করবে। বিষয়টি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) কে অবহিত করতে হবে।

১.২ খাদ্য অধিদপ্তর পুষ্টিচাল মিশ্রণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে চাল উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত মিশ্রণ-মিল মালিক বা সংশ্লিষ্ট ডিলার বরাবর সরকারি আদেশ জারি করবে। ডিলার চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে টাকা জমা করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে ডিও গ্রহণ করবেন। ডিলারের ডিও এর বিপরীতে উত্তোলিত চাল মিলার সংশিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে গ্রহণ করে নিজ খরচে এবং নিজ দায়িত্বে তার মিলে পরিবহন করবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিলার, মিলার এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করবেন (চুক্তিপত্রে মিলার কর্তৃক গৃহীত চালের বিপরীতে জামানতের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে)।

১.৩ খাদ্য অধিদপ্তর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি হতে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুষ্টিচালের কার্নেল (Fortified Rice Kernel) সংগ্রহ করবে এবং সাধারণ চাল ও পুষ্টিচালের কার্নেল মিশ্রণের জন্য নির্ধারিত মিশ্রণ-মিল মালিকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করবে।

১.৪ যেসব অঞ্চলে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থানুকূল্যে পুষ্টিচাল বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেসব অঞ্চলের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর পুষ্টিচাল সংগ্রহ করবে। মিশ্রণ-মিল নির্বাচনের ক্ষেত্রে খাদ্য অধিদপ্তর ও WFP যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবে। নির্ধারিত মিশ্রণ-মিল মালিক এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অথবা ডিলারগণ কার্নেল ও সাধারণ চাল মিশ্রণের বিষয়ে চুক্তিনামা সম্পাদন করবেন।

**২। চালের বরাদ্দ ও পরিবহন:**

২.১ খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগকৃত ডিলারগণ গুদাম হতে বরাদ্দকৃত সাধারণ চাল এবং WFP কর্তৃক নির্বাচিত মিশ্রণ-মিল মালিকগণ চুক্তি অনুযায়ী সাধারণ চাল ও কার্নেল উত্তোলন করবেন। অতঃপর সাধারণ চাল ও কার্নেল একত্রে মিশ্রণের মাধ্যমে পুষ্টিচাল প্রস্তুত করে বস্তাবন্দি করবেন। মিল মালিকগণ মিশ্রণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অনুরোধ জানাবেন। মিলার তার মিলে চালের বস্তা খুলে পুষ্টিচাল মিশ্রণ করে পুনরায় বস্তাবন্দি করে বস্তার গাঁয়ে যথাযথ স্টেনসিল করে সংশ্লিষ্ট ডিলারের দোকানে নিজ খরচে এবং নিজ দায়িত্বে সঠিক ওজনে (প্রতি বস্তা ৩০.৩০০ কেজি) ত্রিশ কেজি তিনশত গ্রাম বুঝিয়ে দিবেন।

২.২ মিশ্রণ-মিল মালিক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঠিকতার প্রত্যয়ন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ডিলার বরাবর নির্ধারিত পরিমাণ পুষ্টিচাল সরবরাহ করবেন।

**৩। অবহিতকরণ/বিফ্রিং:**

৩.১ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট ডিলারদের সমন্বয়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত কার্ডধারীদের জন্য অবহিতকরণ সভার আয়োজন করবেন। সভায় পুষ্টিচালের গুণাগুণ, মজুদ কৌশল, রান্নার পদ্ধতি, পুষ্টিচাল গ্রহণের উপকারিতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৩.২ খাদ্য অধিদপ্তর ও WFP খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ডিলার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করবে।

৩.৩ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও WFP এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত টিম প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের (ToT) আয়োজন করবে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রিফিং বা অবহিতকরণ সভা আয়োজনের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সামগ্রী সরবরাহ করবেন।

৩.৪ সহযোগী বেসরকারী সংস্থাসমূহ গৃহ পর্যায়ে পুষ্টিচাল সংরক্ষণ ও রন্ধণ প্রক্রিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।

**৪। চাল মিশ্রণের সঠিকতা পরিদর্শন/যাচাই এবং পর্যবেক্ষণ:**

৪.১ যথাযথ অনুপাতে পুষ্টিচাল মিশ্রণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মিশ্রণ-মিল মালিকগণ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন।

৪.২ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট খাদ্য কর্মকর্তা পুষ্টিচাল মিশ্রণের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত মিশ্রণ-মিলে সংরক্ষিত চালের স্টক থেকে যথাযথ নিয়মে দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করবেন, ভৌত প্রক্রিয়ার মিশ্রণের অনুপাত যাচাই করে দেখবেন এবং প্রত্যয়ন করবেন যে, কার্নেল ও সাধারণ চালের মিশ্রণের হার ১:১০০। মিশ্রণের অনুপাত ১:১০০ এর স্থলে ১৫% ভাগ তফাৎ হলেও তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৪.৩ খাদ্য অধিদপ্তর বা WFP চাল মিশ্রণের অনুপাত ভৌত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৪.৪ উপরে বর্ণিত গ্রহণযোগ্য অনুপাত অনুযায়ী চাল মিশ্রণ না হলে তা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তদারকির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং WFP কে অবহিত করবেন।

৪.৫ উপজেলা পর্যায়ের উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখবেন এবং প্রয়োজন মনে করলে মিল মালিককে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেবেন।

৪.৬ পুষ্টিচালের মান সংরক্ষণের জন্য এর সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিতরণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। সে জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ের খাদ্য কর্মকর্তাগণ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণ কার্যাদি পর্যবেক্ষণকালে চাল-মিশ্রণ মিল পরিদর্শন করবেন।

৪.৭ WFP কর্মকর্তাগণ খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র ও মিশ্রণ-মিলসমূহ পূর্বে অবগত না করে দৈবাৎ পরিদর্শন করবেন এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অনুসরণীয় বিষয়াদি জানাবেন।

**৫। পুষ্টিচাল বিতরণ:**

৫.১ পুষ্টিচালের সরবরাহ বুঝে পাওয়ার পর খাদ্যবান্ধব নীতিমালা অনুসরণে পুষ্টিচাল বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২ বিতরণ কেন্দ্রে প্রদর্শিত সাইনবোর্ডে প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যের সাথে পুষ্টিচালে মিশ্রিত অনুপুষ্টি উপাদানের নাম ও পরিমাণসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

**৬। পুষ্টিচালের নাড়াচাড়া ও সংরক্ষণ পদ্ধতি:**

৬.১ পুষ্টিচালে মিশ্রিত ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমূহের উপর তাপ, পানি ও জলীয় বাষ্পের বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বস্তা গ্রহণ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে ছেড়াঁ, ফাটা বা পানিতে ভেজা কোন বস্তা যেন গৃহীত না হয়। সরবরাহের পর এবং বিতরণের পূর্ব পর্যন্ত পুষ্টিচালের বস্তাসমূহ সরাসরি সূর্যের আলোয় ফেলে রাখা যাবে না।

৬.২ পুষ্টিচালের মিশ্রণ, প্যাকেজিং এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে যে কোন ত্রুটি বা গাফিলতির জন্য মিশ্রণ মিল মালিকদের বিরুদ্ধে খাদ্যবান্ধব নীতিমালা বা প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। বিদ্যমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

(মো: ওমর ফারুক)
অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ)

নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০২.১৮.৬৫/১(১৩০)

তারিখ: ১৩ চৈত্র, ১৪২৩ / ২৭ মার্চ, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আ:গণি রোড, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৩। কান্ট্রি ডিরেক্টর, ডব্লিউএফপি, আইডিবি ভবন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
৫। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।

(মো: নুরুল ইসলাম শেখ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০০২৭
assupply1@mofood.gov.bd